বাংলাদেশের ট্রেনিং সেণ্টার ১

জাকারিয়া স্বপন

এটি আমাদের একটি নতুন বিভাগ। এই বিভাগে বাংলাদেশের কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হবে। দেশে অসংখ্য ট্রেনিং সেন্টার হয়েছে এবং হচ্ছে। এমন ট্রেনিং সেন্টারও বিরল নয় যাদের নিজেদেরই হয়তো পর্যাপ্ত ট্রেনিং-এর প্রয়োজন। দায়সারা গোছের ট্রেনিং সেন্টার বিভ্রান্ত করছে আমাদের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের। এর মাঝেও গড়ে উঠেছে কিছু মান সম্পন্ন ট্রেনিং সেন্টার যারা নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিনিয়ত হয়তো মুখোমুখি হচ্ছেন নানা রকম প্রতিকূলতা ও সমস্যার। আমরা এই বিভাগটিতে তাদের কাছ থেকে সে ধরনের সমস্যা ও তার সম্ভাব্য প্রতিকারের বিষয়ে মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

কনসেপ্ট কমপিউটার নেটওয়ার্ক

তখনও কমপিউটার নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ এতোটা হৈ চৈ শুরু করেনি। সেই ১৯৮৩ সালের কথা। সিঙ্গাপুর থেকে কমপিউটারের উপর পড়াশুনা করে দেশে এলেন জনাব আসাদুর রহমান। দেশের মানুষের কমপিউটার শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া প্রয়োজন বোধ করলেন। যাত্রা শুরু হলো কনসেপ্ট-এর। তারপর সুদীর্ঘ নয় বছর ধরে পথ পরিক্রমায় আজকের শানিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপে পৌঁছেছে কনসেপ্ট। এ পর্যন্ত প্রায় দশ থেকে বার হাজার শিক্ষার্থীকে কমপিউটারের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি। এদের সবাই ভালো করেছে এমন দাবী না করলেও দেশে এমনকি দেশের বাইরেও কনসেপ্ট একটি বেশ বড় নেটওয়ার্ক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে।

কনসেপ্ট পুরোপুরিই একটি ট্রেনিং সেন্টার। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ প্রোগ্রাম যেমন ওয়ার্ডস্টার, লোটাস, ওয়ার্ড পারফেক্ট, ডিবেজ, অটোকেড ইত্যাদি এবং প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ যেমন বেসিক, প্যাসকেল, ফরট্রান, সি ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন রকমের এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম শিখানো হয়। এদের শিক্ষা পদ্ধতি একান্ত নিজস্ব। প্রতি ব্যাচে ৬ থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী থাকে এবং প্রত্যেককে একটি করে কমপিউটার দেয়া হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত সময় ধরে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পান। এমনকি পুরানো শিক্ষার্থীরাও এখানে পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী কনসেপ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এরা কনসেপ্ট এর বাইরে যে কোন অফিসে, এমন কি ঢাকার বাইরেও এসব কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

প্রতিটি কোর্সের জন্য বরাদ্দকৃত সময় ৫০ ঘন্টা। সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত একটানা বিভিন্ন ক্লাশ হয়ে থাকে। সে তুলনায় কোর্স ফি তুলনামূলকভাবে কম। শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য দুইটি Standard পরীক্ষা নেয়া হয়- লিখিত ও ব্যবহারিক। মান উন্নয়নের জন্য কনসেপ্ট শিক্ষক মণ্ডলীদের প্রায়ই মিটিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে। আমাদের দেশের কমপিউটার প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্নের উত্তরের জন্য কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে আমরা ঢাকাস্থ সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে কনসেপ্ট অফিসে পরিচালক আসাদুর রহমান সাহেবের মুখোমুখি হই।

আমরা জানতে চাই — কনসেপ্টে মূলতঃ কোন ধরনের মানুষ কমপিউটার শিখতে আসে।

আসাদুর রহমান
পরিচালক
কনসেপ্ট কমপিউটার নেটওয়ার্ক

তিনি আমাদের জানান-মূলতঃ চার ধরনের লোক কমপিউটার শেখে। প্রথমতঃ এস, এস, সি বা এইচ, এস, সি পাস করে ছাত্র ছাত্রীরা আগ্রহ বশতঃ কমপিউটার শিখছে। দ্বিতীয়তঃ চাকুরী পাবার জন্য অনেকে কমপিউটার শিখছে। বেকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই মূলতঃ এটা করছে। সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে এদের সংখ্যাই সর্বাধিক। তৃতীয়তঃ কিছু লোক আছে যারা চাকুরী করছেন, এখন প্রয়োজনে কমপিউটার শিখছেন। চতুর্থতঃ বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ছেলেমেয়ে বিদেশ যায়। এরা প্রায়ই এখান থেকে কমপিউটার শিখে যায়। তিনি আরো জানান—কমপিউটার শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে, কিন্তু তাদের কারিগরী মেধার মান খুব আশাপ্রদ নয়।

অনেক নীচু মেধার লোকজনও প্রায়শঃই কমপিউটার শিখতে আসেন এবং এদেরকে নিয়ে কর্তৃপক্ষ খুব সমস্যায় পড়েন। প্রশিক্ষণের মান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কনসেপ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের জানান- তারা ট্রেনিং দিয়ে সন্তুষ্ট নন। ঢাকার শহরে অসংখ্য স্কুল হয়েছে, যাদের অনেকেই সত্যিকার অর্থেই তেমন কিছু শেখাচ্ছে না। মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। অনেক স্কুল অল্প টাকার বিনিময়ে কোন রকমে কোর্স শেষ করছে। তাদের সাথে চলতে গিয়ে কনসেপ্ট যথার্থ ফি দাবী করতে পারছে না। এর ফলে মান বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও ততটা সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে প্রকৃত অর্থে যারা কষ্ট করে ট্রেনিং দিচ্ছে সে সকল প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কনসেপ্ট হতাশ সুরে জানিয়েছে যে, এই হারে যদি কমপিউটার স্কুল বাড়তে থাকে এবং মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে দেশের সার্বিক কমপিউটার শিক্ষার মান খুব নীচে নেমে যাবে। "মাসিক কমপিউটার জগৎ" এর পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব রাখা হয় যে — এস, এস, সি বা এইচ, এস, সি পরীক্ষার মতো অথবা SAT, TOEFL, GRE ইত্যাদি পরীক্ষার মতো সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা কমপিউটার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলে, বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা উক্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটই কেবল মাত্র "মান সম্মত (standard) সার্টিফিকেট" বলে বিবেচিত হবে। এভাবে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। কনসেপ্ট এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে। তবে কনসেপ্ট মনে করে উক্ত কর্তৃপক্ষেরও উচিত স্কুলগুলোর জন্য কিছু করা। কনসেপ্টের অভিযোগ তারা বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের মিটিংয়ে "শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের" কথা অনেকবার বলেছে, কিন্তু কমপিউটার কাউন্সিল এ ব্যাপারে কিছুই করেনি।

দেশের একটি বিরাট শিক্ষিত অংশ বর্তমানে কমপিউটার শিক্ষার দিকে দিন দিন এগিয়ে আসছে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও আসছে সমান তালে। কনসেপ্ট মনে করে — সঠিক জনশক্তি তৈরীর জন্য সরকারের উচিত এদিকে দৃষ্টি দেয়া এবং কমপিউটারের উপর দক্ষ ও সার্বক্ষনিক লোকদের উচিত এধরণের ট্রেনিং সেন্টার

পরিচালনায় আসা। দেশে এখনও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা এটাকে ব্যবসায়িক লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে থাকেন না——কনসেপ্ট সেই দলের।

কমপিউটার শিক্ষাদান একটি সম্মানজনক পেশা। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় বেড়ে উঠা শত শত ট্রেনিং সেন্টারের ভীড়ে প্রতারিত মানুষ একদিন হয়তো এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলবে। তখন কনসেপ্টের মতো গতিশীল প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব নিয়েও হয়তো প্রশ্ন উঠবে। আদর্শকে বুকে আকড়ে ধরে তবুও পথ চলবে সাহসী পথিক। কিন্তু তার আগেই আমরা চাই একটি সুন্দর সৃজনশীল পরিবেশ।

দি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কমপিউটারস্

বনানীতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি তুলনামূলকভাবে আনকোরা। এ বছরের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে এর জন্ম। প্রথমতঃ কমপিউটার বিষয়ক কনসাল্টেন্সি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা হয়। পরবর্তীতে যোগ করা হয় ট্রেনিং। E&C এদের সংক্ষিপ্ত নাম। E&C হার্ডওয়্যার সার্ভিসও দিয়ে থাকে। তবে বর্তমানে ট্রেনিং-ই তাদের মূল সেবা। সাধারণ ও স্পেশাল কোর্স গুলোর পাশাপাশি E &C ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সও দিয়ে থাকে। তবে এই ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সগুলো সরকার অনুমোদিত নয়।

E&C সাধারণ কোর্সগুলোর জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়ে থাকে (প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৩দিন মোটি চার সপ্তাহ)। সে তুলনায় এদের কোর্স ফি অনেক বেশী। এখানে প্রতিটি ব্যাচে ৮ জনের বেশী শিক্ষার্থী নেয়া হয় না। প্রত্যেককে একটি করে কমপিউটার দেয়া হয়। এখানে প্রতিটি কোর্সের পাশাপাশি অন্যান্য কোর্সেরও কিছুটা পরিচিতি দেয়া হয়। ২৪ ঘন্টা একটি কোর্সের জন্য যথেষ্ঠ কিনা—প্রশ্নের জবাবে জনাব সোহেল বলেন যে –না, এটা যথেষ্ঠ নয়। কিন্তু যথেষ্ঠ সময়ের জন্য যথেষ্ঠ ফি নিতে হবে, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এটা দিতে পারবে না। তাই এটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

নতুন গড়ে উঠলেও এই প্রতিষ্ঠানটির সফলতার হার খুব বেশী। শহরের অভিজাত একটি অঞ্চলে এটার অবস্থান বলে – শিক্ষিত, নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং বিদেশী শিক্ষার্থীরাই এখানে বেশী আসেন। এই ক'দিনেই এরা ১৬টি দেশের নাগরিক পেয়েছেন শিক্ষার্থী হিসেবে। এদের সুসজ্জিত অফিস ও ক্লাসরুম খুব সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করবে।

আমাদের সাথে E &C— ও একমত যে– একটি global Standard test এর ব্যবস্থা করা উচিত। তবে E&C মনে করে– যে কর্তৃপক্ষ এই কাজটি করবে তাদেরকে যথেষ্ঠ সৎ হতে হবে। E &C–এর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। এরা এদের ডিপ্লোমা কোর্সটিকে সরকার অনুমোদিত করার পদক্ষেপ নেয় এবং এ উদ্দেশ্যে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কমপিউটার কাউন্সিল ইত্যাদি স্থানে যোগাযোগ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে– এ দায়িত্বটি যে কার তা-ই কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। এই হলো আমাদের দেশে কমপিউটারায়নের প্রতিচ্ছবি।

কপি রাইট সিস্টেম প্রচলনের জন্য E& C দাবী

সোহেল শরীফ
পরিচালক
দি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কমপিউটারস্

জানিয়েছে। তা না হলে সফটওয়ার ব্যবসা বাংলাদেশে মার খাবে।

দেশে ডাটা এন্ট্রির মতো বিশাল সম্ভবনাময় বাণিজ্যিক দুয়ার খুলতে যাচ্ছে। এখনও যদি COPY RIGHT SYSTEM চালু না হয়, তবে বিদেশীরা আমাদেরকে কাজ দেবে কিনা সন্দেহ। একটি মানুষের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করে কপি রাইট। এদেশে এটি কড়াকড়িভাবে পালন করা উচিত।

আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কতটা সজাগ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনিতেই দেশে উদ্যোক্তার বড় অভাব। তার উপর যদি নির্দেশনা দেবার মতো কেউ না থাকে– তবে আমরা দাড়াবো কোথায়?

কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার গুলো লক্ষ্য করুন !

আমরা বাংলাদেশের কমপিউটার ট্রেনিং স্কুল গুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করার কর্ম সূচী হাতে নিয়েছি। এতে স্কুলগুলোর নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার এবং কোন কোন কোর্সের ট্রেনিং দিচ্ছে তা ছাপানো হবে।

আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালকদেরকে ডাক মারফত তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার সহ প্রয়োজনীয় তথ্য নিজস্ব ছাপানো প্যাডে নিম্ন ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এর জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন রকম ফি প্রদান করতে হবে না।

খামের উপর 'তালিকা ভুক্তকরন' কথাটি লিখে দিবেন।

সম্পাদক
কমপিউটার জগৎ
১৪৬/১ আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং গলি) ঢাকা।

COMPUTING STUDIES

GCE 'O' & 'A' LEVEL UNIVERSITY OF LONDON

CONDUCTED BY UNIVERSITY PROFESSOR OF COMPUTER & ELECTRONICS

Applications are invited to fill up a limited number of seats for one yeat (Four semesters) course of Computing Studies commencing from January 15, 1992 for obtaining additional internationally recognised certificate from the University of London. The final examination will be held at British Council, Dhaka in May 1993 Applicants will be selcted from amongst Computer Professionals.Carrier executives and officers in both private and public sectors. English medium 'O' and 'A' levels, SSC, HSC and University Students along with prospective teachers of SSC and HSC levels.

Selections will be strictly made on the results of aptitude test and interview.

Stipends will be offered to the top three successful candidates in the aptitude test.

The Course Includes : Data and Information Processing. Computer Hardware. High and Low level languages. Applications Programs. System analysis & Design Case studies, Data communication and Networking systems with two Project works.

Application forms and prospectus should be collected from the office of the Institute upon payment of Tk. 25/ on or before December 30, 1991

MICROLAND

Institute of Computer and Electronics. 1 Kalabagan (1st . Floor)
Near Bus Stand . Mirpur Road. Dhaka TEL : 324843

APPROVED CENTRE, UNIVERSITY OF LONDON